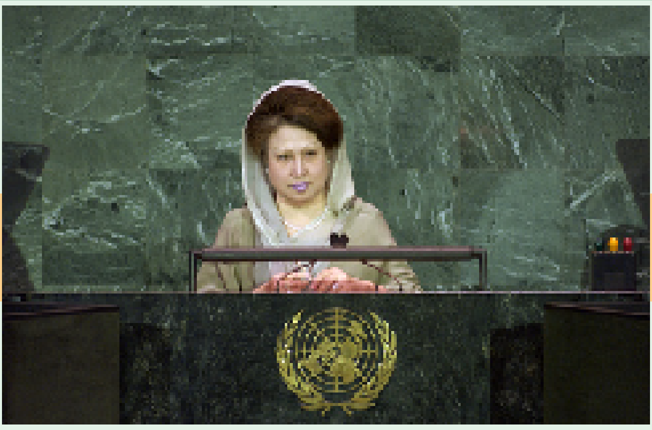

বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ

জাতিসংঘ সনদ ও আইনের শাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এর বৈধতাকে সমুন্নত রাখতে আমরা সাংবিধানিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ।

বিশ্বায়নের যুগে কোন রাষ্ট্রই বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনা। কারও পক্ষেই এককভাবে অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। জাতিসংঘ এখনও বিশ্বে ন্যায়, শান্তি ও উন্নয়নের একমাত্র দুর্গ।

বিশ্বায়ন ও মানবাধিকার আইনে অগ্রগতির ফলে সার্বভৌমত্বের ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে, সংঘর্ষের প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে এবং সামাজিক বিভক্তির ফলে জটিল অনিশ্চিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। তাই গঠনমূলক সম্পৃক্ততা, সংলাপ, সহিষ্ণুতা এবং সমঝোতার বিশেষ প্রয়োজন। উন্নয়ন ও আইনের শাসনই হবে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু।

বাংলাদেশ সকল ধরনের সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা জানায়। আমরা জাতিসংঘের সকল সন্ত্রাস বিরোধী চুক্তিতে এবং এ সম্পর্কিত আঞ্চলিক সংস্থাসমূহে অন্তর্ভূক্ত হয়েছি। এ সম্পর্কিত জাতিসংঘের একটি সমন্বিত চুক্তির আগাম সমাপ্তিকেও আমরা সর্মথন করি। আমরা বিশ্বাস করি সন্ত্রাসীর কোন দেশ নেই, নেই কোনো ধর্মও ।

আমরা আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, বাংলাদেশ দুটি সহস্রাব্দ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এর একটি হল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ এবং অপরটি হল নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। আমরা আরো দুটি উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। এগুলো হলো: আয়ের দারিদ্র্য হ্রাস এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস।

জাতিসংঘের সকল মানবাধিকার চুক্তির সাথে বাংলাদেশ জড়িত রয়েছে। সমাজ থেকে অসহিষ্ণুতা দূরীকরণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে সুশাসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

শান্তিপ্রতিষ্ঠা, শান্তিরক্ষা ও শান্তি বিনির্মাণের মাধ্যমে জাতিসংঘে কার্যকর অবদান রাখার জন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে একই সময়ে অনেকগুলো শান্তিরক্ষা অভিযানে অবদান রাখতে পেরে আমরা গর্বিত। আমাদের প্রায় ৩৯,০০০ সৈন্য ২৪টি অভিযানে নিয়োজিত রয়েছে। ফলে আমাদের শান্তিরক্ষা সৈন্যই বর্তমানে সর্বোচ্চ। নীল হেলমেট ধারণ করে আমাদের ৬৭ জন সৈন্য শাহাদাত বরণ করেছেন। তথাপি শান্তি রক্ষার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার অটুট রয়েছে। জাতিসংঘের শান্তি বিনির্মাণ কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রতিও আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

জাতিসংঘের প্রতি আমাদের আস্থা পুনর্ব্যক্ত করতে আমরা প্রতি বছর এই মহতী সম্মেলনে আসি। ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে। নতুন সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় - পৃথিবীকে অবিচার ও দারিদ্র্য মুক্ত করা, আইনের শাসনে সহযোগিতা করা, উন্নয়নের ভিত্তিকে অগ্রসর করা, সন্ত্রাসবাদ নির্মূল এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমাদের উচিত জাতিসংঘকে নতুনভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ করা। আমরা কেবল তখনই সফল হব যদি আমরা এক সঙ্গে এবং দায়িত্বপূর্ণভাবে কাজ করি। জাতিসংঘ এবং এর বৈধতাকে সমর্থন প্রদান সর্বদা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্য।